টরন্টোতে তিন দিনব্যাপী একুশ উদযাপন

টরন্টোর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাক্তি ও সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ‘একুশ উদযাপন পরিষদ’ ২০০৯ এর আয়োজনে ‘মহান একুশ’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’২০০৯ উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালা অত্যন্ত সফলতার সাথে শেষ হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় ২০ ফেব্রুয়ারী রাত ১১ টায়। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রাত ১২·০১ মিনিটে টরন্টোর নির্মিত সুদৃশ্য শহীদ মিনারে কানাডার মাননীয় এম·পি মারিয়া মিন্না পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। তারপর একে একে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন একুশ উদযাপন পরিষদ’২০০৯, বেঙ্গলী কালচারাল সোসাইটি, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কানাডা, আলমপিয়া স্কুল অব মিউজিক, সাউথ এশিয়ান ওমেন্স সার্ভিস, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আমরা ছায়ানট কালচারাল এসোসিয়েশন, আওয়ামী লীগ- ওন্টারিও, মুক্তমন, গ্রেটার জালালাবাদ সোসিয়্যাল এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন, বাংলাদেশ থিয়েটার অব টরন্টো, বাংলাদেশ ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল, সঙ্গীতা সঙ্গীত বিদ্যালয়, কল্পলোক কাব্য কুঞ্জ, ইতিহাস দেশ সমাজ সহ অন্যান্য সংগঠন এবং ব্যাক্তিবৃন্দ। দেখতে দেখতে ফুলে ফুলে ভরে উঠে শহীদ মিনার। খালি পায়ে (সুর মিলিয়ে) সবাই গাইছে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়। মনে হচ্ছিলো ‘বাংলাদেশ সেন্টার’ যেনো এক টুকরো বাংলাদেশ। শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে কানাডার মাননীয় এম· পি মারিয়া মিন্না সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার সকলের জন্মগত অন্যতম অধিকার এবং এই অধিকারের প্রতি অন্য সবার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, কানাডা সরকারের মূল নীতিগুলির অন্যতম হচ্ছে ‘মাল্টিকালচারালিজম’। মারিয়া মিন্না সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশী ইমিগ্রেন্টদের জন্য কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি পূর্নব্যক্ত করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে গান করেন এ· এফ· এম আলিমুজ্জামান ও আলমপিয়া স্কুল অব মিউজিক, আবৃত্তি করেন আহমেদ হোসেন, মেহরাব রহমান ও অনন্ত আহমেদ। এখানে উল্লেখ্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী সরাসরি (অডিও ও ভিডিও) সম্প্রচারিত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১ টা থেকে বাংলাদেশ সেন্টারে জড়ো হতে থাকে অসংখ্য শিশু-কিশোর এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ। অংকন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের জন্যে । সবার মধ্যে ছিলো আগ্রহ উদ্দীপনা। ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই অংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে মোট ৪১ জন। চারটি দলে ভাগ করা এই প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী, সালাউদ্দীন জাকী, শিল্পী শামিম আরা বেগম ও শিল্পী জাকিয়া আঞ্জুমান। অংকন প্রতিযোগিতায় ‘এ’ গ্রুপে প্রথম হয় রাহিব রহমান, ‘বি’ গ্রুপে প্রথম হয়েছে অর্পিতা ইসলাম, দ্বিতীয় নোশিন ইসলাম ও তৃতীয় মাহিনুল মাহিন, ‘সি, গ্রুপে প্রথম ওয়াকিল আহমেদ,দ্বিতীয় প্রতীক সাহা ও তৃতীয় দুইজন পূজা ভট্টচার্য ও উদিপ্ত স্বপ্তশী, ‘ডি’ গ্রুপে প্রথম ফুয়াদ চৌধুরী, দ্বিতীয় মাহমুদ ইন্তিসার এবং তৃতীয় ফায়াজ আজিজ খান । অন্যান্য সবাইকে সান্তনা পুরস্কার ও সনদপত্র দেয়া হয়। যারা পুরষ্কার বা সনদপত্র গ্রহন করেনি তাদেরকে সমন্বয়কারী মহিবুল ইসলামের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নান্দনিক ফাইন আর্টস এর সৌজন্যে। অংকন প্রতিযোগিতা চলাকালীন অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন আমন্ত্রিত অতিথি ওন্টারিও সরকারের মাননীয় মন্ত্রী (এবরিজিনাল এফেয়ার্স) ব্রাড ডিগুইড, তিনি ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন এবং প্রশংসা করেন। ব্রাড ডিগুইড ওন্টারিও’র সন্মানিত প্রিমিয়ার ডাল্টন মেগেন্টি’র পক্ষ থেকে দেয়া ‘বানী’ পড়ে শোনান। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই ব্যাপক আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে “যে শিশু

তার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে, লিখতে পারে এবং পড়তে পারে তারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও খুব ভাল করে”। তিনি বাংলাদেশ কমিউনিটিকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অংকন প্রতিযোগিতার পর সাইদা বারীর তত্বাবধানে এবং আহমেদ হোসেনের উপস্থাপনায় শুরু হয় ছোটদের অনুষ্ঠান ‘কিচির মিচির’। এতে অংশগ্রহন করে অহমা, শান্দ্রনীল, অমিত,জারিন,শাশা, সাফায়াত সহ আরো অনেকে। এরপর অনুষ্ঠানস্থলে আসেন আরো দুইজন আমন্ত্রিত অতিথি। ওন্টারিও’র মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ক্যাথলিন ওয়াইন ও টরন্টো সিটি’র মাননীয় কাউন্সিলর জেনেট ডেবিস। ক্যাথলিন ওয়াইন তাঁর বক্তব্যে আয়োজনের উচ্ছসিত প্রসংশা করেন এবং এমন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাউন্সিলর জেনেট ডেবিস তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশীরা দিনে দিনে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এই আয়োজন তাই প্রমান করে। তিনি আরো বলেন একটি স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। একটি সন্তোষজনক জায়গা পেলেই কাজ শুরু হবে। ক্যাথলিন ওয়াইন ও জেনেট ডেবিস ঘন্টাব্যাপী ছোটদের অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সবাইকে নিয়ে শহীদ মিনারে দাড়িয়ে “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো” গানটি শোনেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ক্যাথলিন ওয়াইন অংকন প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার বিতরন করেন।

বেলা তিনটার দিকে শুরু হয় স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান “অসুন্দরের বিরুদ্ধে কবিতা” ।এই অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন কবি মেহরাব রহমান ও কবি রোকসানা লেইস। এতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নাঈম হাসান, তুষার গায়েন, অগ্নিতা রায়হান, নূরুল আলম আল আজাদ, রোকসানা লেইস, মারজানা আহসানি সাইকা ও ডঃ মুনিরুন্নেসা বেগম। আবৃত্তি করেন লালিমা সরকার, আহমেদ হোসেন, অনন্ত আহমেদ ও প্রনবেশ পোদ্দার।

বিকেল ৪টার দিকে শুরু হয় দল ও সংগঠনের অনুষ্ঠান মালা ‘ ত্রি-মাত্রিক’। এতে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন ফারুক দেওয়ান এর পরিচালনায় ‘ সুচারু আর্ট সেন্টার’, বিপ্লব করের পরিচালনায় ‘নৃত্যকলা কেন্দ্র’, চিত্রা সরকারের পরিচালনায় ‘সুরবানী সঙ্গীত নিকেতন, এ.এফ. এম আলিমুজ্জামানের পরিচালনায় আলমপিয়া স্কুল অব মিউজিক এবং মামুন -উর- রশিদের পরিচালনায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী-কানাডা।

সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় গ্রন্থিত মূল অনুষ্ঠান ‘চেতনায় একুশের বর্ণমালা’। এই অনুষ্ঠানটি গ্রন্থনা ও সমন্বয় করেন অনন্ত আহমেদ। সঙ্গীত পরিচালনায় নাহিদ কবির কাকলী, নাট্যাংশ পরিচালনায় আহমেদ হোসেন, নৃত্য পরিচালনায় সানজানা ফারিন, তবলা সংগতে তানজির আলম রাজিব এবং মন্দিরাতে রবার্ট স্বপন বৈদ্য। অংশগ্রহন করেন নাহিদ কবির কাকলী, অনন্ত আহমেদ, আহমেদ হোসেন, তাওহীদ বিশ্বাস শান্ত, মেহরাব রহমান, জহিরুল ইসলাম জহির, আফরোজা বেগম, সালমা শিকদার, সানজানা ফারিন, রবার্ট স্বপন বৈদ্য, মেরী হাওলাদার, প্রাপ্তি হালদার, প্রিয়ম হালদার, অর্পি ঐশিন খান, সাইদা সানজানা মুনিয়া, সুমি রহমান। নেপথ্যে কণ্ঠে ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন, তানভির আলম সজিব ও শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা’র ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত এই অনুষ্ঠানটি সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

রাত ৮টায় শুরু হয় একক শিল্পীদের অনুষ্ঠান ‘সুর মঞ্জুরী’। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রবার্ট স্বপন বৈদ্য, নাহিদ কবির কাকলী, চিত্রা সরকার, পারভীন হোসেন ও এ· এফ· এম আলিমুজ্জামান। সেই সাথে ছিলো ‘বেঙ্গলী কালচারাল সোসাইটি’র বিশেষ পরিবেশনা।

২১ ফেব্রুয়ারী শনিবার সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যাক্তিবৃন্দ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। মহান একুশকে সামনে রেখে অনন্ত আহমেদের পরিকল্পনা ও মীর্জা মুস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেন্টারে টরন্টোর প্রথম বাংলাদেশী পাঠাগার ‘ সাহিত্য কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়ে। এতে বই দিয়ে সহযোগিতা করেন শহিদুল খান সেতার সহ অনেকেই। ২১ শে ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় শ্রদ্ধেয় এ· এফ· এম আলিমুজ্জামান এই পাঠাগারটি উদ্বোধন করেন। পাঠাগারটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে জানানো হয়েছে এবং সেই সাথে সকলকে বই দিয়ে সহযোগিতা করবার জন্যে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩টায় সকলে বাংলাদেশ সেন্টারে জড়ো হয় এবং এর পরপরই শুরু হয় ‘ যাত্রা’র বিশেষ পরিবেশনা। বিশিষ্ট শিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক আশিকুজ্জামান টুলু এবং নৌশিন আশিকুজ্জামান অনবদ্য পরিবেশনা দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন।

বিকেল ৪টা ৩০শে শুরু হয় পুরষ্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার হাসান মাহমুদের ‘নিঃশব্দ গনহত্যা’ এর উপর ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্র ‘হিল্লা’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ছবিটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যাক্তিত্ব সালাউদ্দিন জাকী। সালাউদ্দিন জাকী তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন হাসান মাহমুদ এর মতো সাহসী মানুষের খুব দরকার সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, আলো দেখাবার জন্যে। তিনি হাসান মাহমুদের লেখার প্রশংসা করেন। লেখক হাসান মাহমুদ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এরপর ‘হিল্লা’র দুইটি প্রদর্শনী হয়। ছবি প্রদর্শনীর সময় কিছুটা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ডিভিডি মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল পরে সেটা ঠিক করা হয়। এর মধ্যে কেউ সময়ের অভাবে চলে গেছেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আগামীতে আরো একটি প্রদর্শনী করে সবাইকে বিনামূল্যে আমন্ত্রন জানানো হবে। আয়োজকরা সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। রবিবার রাত ১০টায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।
তিন দিনব্যাপী এই ব্যাপক অনুষ্ঠানমালায় ৪০টির মতো সংগঠন, দল বা সংস্থা অংশগ্রহন,সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। সেগুলি হচ্ছে-
বাংলাদেশ থিয়েটার অব টরন্টো ,বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,বাংলাদেশ ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল,বেঙ্গলী কালচারাল সোসাইটি,বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স,আলমপিয়া স্কুল অব মিউজিক, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী কানাডা, সঙ্গীতা সঙ্গীতা বিদ্যালয়,কৃ্ষ্ণণ,ছায়ানট,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফোরাম,নান্দনিক ফাইন আর্টস,বাংলাদেশ শিল্পী সংসদ,মুক্তমন,বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসাসিয়েশন অব ইউ এফ টি, স্কারবরো,ইয়র্ক বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন,কল্পলোক কাব্য কুঞ্জ,সঞ্চারী,ধ্রুপদ সাংস্কৃতিক সংস্থা,উইনিং মিউজিক্যাল ব্যান্ড, যাত্রা,আমরা ছায়ানট কালচারাল এসোসিয়েশন,সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি সাপোর্ট-কানাডা,স্নেহা ফাউন্ডেশন, নৃত্যকলা কেন্দ্র,দ্বী- মাত্রিক,অববিট ব্যান্ড,সুরবানী সঙ্গীত নিকেতন,সাতসুর সঙ্গীত ও নৃত্য,ইতিহাস দেশ সমাজ,বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসাসিয়েশন অব ইউ এফ টি,টরন্টো,ইয়র্ক বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশ সোস্যাল সার্ভিসেস, অন্টারিও বাংলাদেশী এডুকেটরস কমিউনিটি সাপোর্ট সার্ভিস,সুচারু আর্ট সেন্টার,ওয়াই এম সি এ নিউকামারস ইনফরমেশন সার্ভিস,হারমোনি হল ফর সিনিয়রস,কষ্টি, গ্রেটার জালালাবাদ সোসিয়াল এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন ও আওয়ামী লীগ (ওন্টারিও)।

তিনদিনব্যাপী এই আয়োজনের আর্থিক সহযোগিতায় যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন - প্রধান পৃষ্ঠপোষক - এ·বি ·এম খান (মর্টগেজ মার্কেট অব কানাডা)। এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ -পল্টু কুমার শিকদার, (শিকদার প্রফেশনাল কর্পোরেশন), মাইনুল খান (ফাইনান্সিয়াল কনসালটেন্ট), প্রনবেশ পোদ্দার (পি· এস· এস সার্ভিসেস), এম· এ· খান (মর্টগেজ এজেন্ট), গৌতম পাল (রিয়েল এষ্টেট ব্রোকার) ও আরিফ রহমান (কন্সেপ্ট একাউন্টিং)। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন।

একুশ উদযাপন পরিষদ ২০০৯ এর সদস্যরা হলেন-
আহ্বায়ক - নাহিদ কবির কাকলী,সদস্য সচিব - অনন্ত আহমেদ, অর্থ- দেলওয়ার এলাহী,মিলনায়তন-প্রনবেশ পোদ্দার, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন- ফারহানা পল্লব, অংকন প্রতিযোগিতা - মহিবুল ইসলাম ও শামিমা জেসমিন, ছোটদের অনুষ্ঠান - সাইদা বারী ও আরজু,গ্রন্থাগার- মীর্জা পারভেজ,কবিতা পর্ব-রোকসানা লেইস ও মেহরাব রহমান, চলচ্চিত্র- হাবিবুল্লাহ দুলাল, সাজ-সজ্জা-তাওহীদ বিশ্বাস শান্ত ও অর্নব, ভিডিওগ্রাফী - মারুফ আবদুল্লাহ, প্রচার- সেলিম সামাদ, জন সংযোগ - ইয়াসমিন সুলতানা স্বর্গ,নাট্য পরিচালনা- আহমেদ হোসেন, নৃত্য পরিচালনা - সানজানা ফারিন, ডিজাইন এন্ড গ্রাফিকস-আফরাটেক (বেলাল),সহযোগিতায় - আফরোজা বানু, আরিফ রহমান।

তিনদিনব্যাপী এই ব্যাপক অনুষ্ঠান মালা সম্প্রচারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী অনন্ত আহমেদের তত্তাôবধানে এবং সেই সাথে ছিলো মিডিয়া পার্টনার বৃন্দ। তারা হলো চেনেল আই (বাংলাদেশ), এ·টি· এন বাংলা (কানাডা) ও সাপ্তাহিক বাংলা কাগজ। টরন্টোর বাংলা টেলিভিশন ‘দেশী টিভি’ অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ ধারন করেন। সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন তাওহীদ বিশ্বাস শান্ত।

আওয়ামী লীগ

২১
২০০৬

কবিতার
মত
তুমি-
বাংলাদেশ।

টরন্টো থেকে সালিম সামাদ।